অলঙ্কার নির্ণয়ের পদ্ধতি -

অলঙ্কার কাব্যশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি নির্ণয় করতে গেলে বিশেষ কাব্যানুশীলনের প্রয়োজন।

প্রথমতঃ- সংজ্ঞা গুলি ভালো করে বুঝে মুখস্থ করতে হবে। বিশেষ করে প্রতিটি উদাহরণের ব্যাখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ- প্রতিটি অলংকারের সংজ্ঞা প্রতিটি অলংকারের পার্থক্য উদাহরণগুলির ব্যাখ্যার সাহায্যে পড়ে মনে রাখতে হবে।

তৃতীয়তঃ- যে পংক্তিটির অলংকার নির্ণয় করতে দেওয়া আছে - সেটিকে বারবার পড়ে শব্দালংকার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর অর্থের দিকে মনোনিবেশ করে পংক্তিটিতে কি বলা হচ্ছে তা উপলব্ধি করতে হবে। আর এটা তখন-ই সঠিক ভাবে করা সম্ভব - যখন সংজ্ঞা ও উদাহরণগুলি বারবার পড়ে আয়ত্ত করতে পারবে।

Scanned with CamScanner

অলংকার নির্ণয় ও ব্যাখ্যা :— শব্দালংকার

অনুপ্রাস —

১. গুরু নাহি দিলে ধরিব দুপায় —
কি করিতে হবে বল সে উপায় —
ঘর ভরি দিব সোনায় রূপায়

ব্যাখ্যা — এখানে 'উপায়' এর ধ্বনিগুচ্ছ প্রতিটি চরণের শেষে আসায়, অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

২. "ঘুমের দুলা আনমুরাইর তার দুলায়,
সাঁঝালো উঠে মায়ের হাতদুলায়...

ব্যাখ্যা এখানে পদের অন্ত্যশেষ 'দুলায়'-'দুলায়'— পদের অন্ত্যমিল আসায় এটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

৩. "চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।

ব্যাখ্যা- এখানে 'চ' ধ্বনিটি বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। একটি ব্যঞ্জনবর্ণ দুবার বা দুয়ের বেশিবার ধ্বনিত হলে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার হয়— তাই এখানে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

৪. 'বাক্য যে অধিকার করেছে কাব্য'—

ব্যাখ্যা- 'এই লাইনটিতে ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছ স্বরূপ অনুসারে দু'বার ধ্বনিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

৫. 'নন্দপুর চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'—

ব্যাখ্যা - এখানে 'ন্দ' ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছ যুক্তভাবে ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হয়ে শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে — তাই এটি বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

৬. 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ' —

এই লাইনটিতে 'শাখার'- ও শিখরে ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছ মাত্র দুবার ধ্বনিত হয়েছে — তাই এটি ছেকানুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৭. অরুণাভ রং মেখে চারিদিক ছায় মেঘে

- এখানে 'প' ও 'ফ' বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত হয়েছে — এবং ধ্বনি সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। তাই শ্রুত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

৮. গগনে ছড়ালে প্রলোচন,
চরণে জুড়ালে বনফুল।

এখানে প্রথম লাইনের 'গগনে'-র সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের 'চরণে'-র, প্রথম লাইনের 'ছড়ালে'-র সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের 'জুড়ালে'-র এবং প্রথম লাইনের 'প্রলোচন'-এর সঙ্গে 'বনফুল'-এর — ধ্বনিসাম্য রয়েছে — দুটি লাইনের সর্বত্র ধ্বনি অনুপ্রাস অলঙ্কারের মাধ্যমে ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি হওয়ায় — এটি সর্বানুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

<u>যমক</u>.

১. 'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে' —

এই উক্তিটিতে প্রথম 'ভারত' - রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয় 'ভারত' অর্থে ভারতবর্ষ - অর্থাৎ আমাদের দেশ কে বোঝানো হয়েছে। একই শব্দ দুবার ব্যবহার হয়ে দুটি ভিন্ন অর্থ বোঝানো হয়েছে — তাই ~~এটি~~ এখানে সার্থক যমক অলংকার হয়েছে বলা যায়। এটি আদ্য যমক অলংকারের ও উদাহরণ।

২. রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্তআঁখি।

এখানে প্রথম 'রক্ত' অর্থাৎ শোণিত ও দ্বিতীয় 'রক্ত' অর্থে - লাল রঙ বোঝানো হয়েছে। একই শব্দ দু'বার ব্যবহার হয়ে দুটি ভিন্ন অর্থ বোঝানো হয়েছে — তাই সার্থক যমক অলংকার হয়েছে।

Scanned with CamScanner

যমক

১. পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা

এখানে প্রথম 'তরি' শব্দের অর্থ নৌকা এবং দ্বিতীয় 'তরি' শব্দের অর্থ পার হওয়া, তাই এটি সার্থক যমকের উদাহরণ, আবার শব্দের মধ্যবর্তী হওয়ায় মধ্যযমকের-ও উদাহরণ।

২. 'কোলাহল' তাদের সাথে আমার প্রথমদিনই পরিচয় হলো।

এখানে 'কোলাহল' শব্দের 'হল' অংশটির কোনো অর্থ নেই, পরবর্তী 'হলো' শব্দটির অর্থ 'হয়েছে'। তাই এটি নিরর্থক যমকের উদাহরণ।

শ্লেষ

১. আমাদের উদয় প্রতিদিন রবি, রবিকে তোমার মত ফুল

এখানে 'রবি' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে — একটি সূর্য, অন্যটি কবি রবীন্দ্রনাথ। এখানে শব্দকে বিভাজিত না করেই দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, তাই এটি অভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

২. আছে পূরবীর ছবি রবির যেন রাগিণীর বীণা।

এখানে রবি শব্দটির অর্থ — সূর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ। পূরবী শব্দটির অর্থ — গোধূলির রাগ বিশেষ ও কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য। শব্দ বিভাজন না করেই দুটি ভিন্ন অর্থ পাওয়া যাচ্ছে - তাই এটি অভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

৩. অপরূপ রূপ দেখে

কেশবের তেজ অপরাজিতা কালো রূপ দিল আজ ভাই।

এখানে কেশব শব্দটির অর্থ কৃষ্ণ। শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায় - কে + শব → শবের উপর যে অর্থাৎ কালী। সুতরাং শব্দটি ভেঙে একটি অর্থ এবং শব্দটি না ভেঙে আর একটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে — তাই এটি সভঙ্গ শ্লেষ অলংকারের উদাহরণ।

Scanned with CamScanner

৪. 'আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে'—
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন—৭

'মূলতান' যখন একটি কথা - তখন অতীতের রাগিণী-বিশেষ। দ্বিতীয় অর্থ হল— মূল + তান — অর্থাৎ বিশ্বের মূল সুর,— কবির ইচ্ছা বিশ্বের মূল সুরে তাঁর নিজের শেষ দিনগুলিকে মিশিয়ে দিতে। শব্দটি ভেঙে দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে বলে এটি সভঙ্গ শ্লেষ অলঙ্কারের উদাহরণ।

বক্রোক্তি অলঙ্কার

১. রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?

রাবণ - শ্বশুর, মেঘনাদ - স্বামী — তাই ভিখারী রাঘব কে ভয় পান না। কণ্ঠস্বরের কারণে ইতিবাচক প্রশ্নের 'না-বাচক' উত্তর পাওয়া যাচ্ছে — তাই এটি কাকু বক্রোক্তির উদাহরণ।

২. মাতা আমি নহি? গর্ভভার জর্জরিতা
জাগ্রত হৃদপিণ্ড-তলে বহি নাই তারে?

এখানে নেতিবাচক প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দ্যোতিত হচ্ছে। অর্থাৎ ~~দিন~~ ~~আর~~ মাতা গর্ভভারে জর্জরিত হয়ে জাগ্রত হৃদপিণ্ড তলে নিতান বহন করেছেন সন্তানকে — তাই নিতান মা। কণ্ঠস্বরের কারণে নেতিবাচক প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে — তাই এটি কাকু বক্রোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ।

Scanned with CamScanner

৩. বক্তা: আপনার কপালে রাজদণ্ড আছে।
শ্রোতা: নিশ্চয়, আইন অমান্য করে ছ'মাস খেটেছি
এবার বিপ্লবে এখন বছর কতক খাটব।

এখানে বক্তা বলতে চেয়েছেন 'রাজদণ্ড' - অর্থাৎ রাজা হবার চিহ্ন আছে, কিন্তু শ্রোতা অন্য অর্থে তা গ্রহণ করেছেন — রাজা কর্তৃক দণ্ড আছে - এই অর্থে গ্রহণ করেছেন। অন্তর্গত অর্থ-বৈচিত্র্যের কারণে এখানে শ্লেষ বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

৪. প্রশ্ন: দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন?
উত্তর: রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

এখানে প্রশ্ন কর্তা জানতে চেয়েছেন ব্রাহ্মণ হয়ে কেন মদ সেবন করছেন। উত্তরকর্তা 'দ্বিজ' শব্দের অপর-অর্থ চন্দ্র এবং 'বারুণী' শব্দের অপর অর্থ পশ্চিমদিক ধরে নিয়ে উত্তর দিয়েছেন — সূর্য উদিত হলে চন্দ্র অস্ত যায়। — অন্তর্গত অর্থ বৈচিত্র্যের কারণে এখানে শ্লেষ বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

Scanned with CamScanner